নবম অধ্যায়

কারও নামে পশু ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

کسی کےنام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاواچڑھانا (شرك ہے)

"কারও নামে পশু ছেড়ে দেয়া শিরক"। (১ম খন্ড-৩৯ পৃষ্ঠা)

ইস্‌লাহ্‌ বা সংশোধনঃ

"নিয়ত অনুযায়ী সকল কাজের ফলাফল পাওয়া যায়"। হাদীস শরীফে নবী করিম (দঃ)- হিজরত সম্পর্কে উক্ত বাণী এরশাদ করেছেন। যদি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে বা বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তাহলে সে দুনিয়া বা স্ত্রী-ই পাবে। হিজরতের সওয়াব থেকে সে মাহরুম থাকবে। অনুরূপভাবে কোন মুসলমান পীর- বুজুর্গ বা মা-বাপের নামে তাঁদের রূহে সওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে কোন পশু ছেড়ে যদি এই নিয়ত করে যে, যার মনে চায় সে এই পশু নিয়ে যাক। অথবা কোন পীর- বুজুর্গের নেয়াজ বা পিতা-মাতার ফাতেহার নিয়তে যদি কোন পশু ছেড়ে দেয়-যাতে সে তাড়াতাড়ি মোটা তাজা হয়। এরপর জবেহ করে খানা তৈরী করে ঐ বুজুর্গের নামে নেয়াজ তৈরী করা হয় বা পিতা-মাতার ফাতেহা দেয়া হয় এবং সওয়াব রেছানী করা হয়। অথবা পশুটি জবেহ করে ঐ গোস্ত ফকির-মিস্‌কিনকে বিলিয়ে দেয়া হয়- যাতে এর সওয়াব ঐ বুজুর্গ বা পিতা-মাতার রূহে পৌছে- তাহলে কোনই দোষ বা ক্ষতি নেই। শিরক তো দূরের কথা নাজায়েজ হওয়ারও কোন কারণ নেই। কারও নামে পশু ছেড়ে দেয়ার কারণে ঐ পশুর গোস্ত হারামও হবেনা। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামাদের মতে প্রত্যেক লোকই নিজের নেক আমলের সওয়াব জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদেরকে দান করতে পারে এবং এই সওয়াব জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নামে লিখা হয়। যেমন- শামী ও অন্যান্য কিতাবের বরাতে ৩য় অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কোরআন মজিদে সুরা মায়েদা ১০৩ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "বাহিরাহ, সায়েবাহ, ওয়াসিলাহ্‌ ও হা'ম–এই চার প্রকারের জন্তুকে আল্লাহ হারাম করেননি। বরং কাফিরগণই ঐ ধরনের পশু নিজেদের জন্য নিজেরা হারাম করে আল্লাহর নাম ব্যবহার করেছে"। আর এক প্রকারের পশু-যাকে জাহেলিয়াত যুগে লোকেরা প্রতিমা ও দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিত এবং এটা খাওয়া হারাম মনে করতো। এটাকে তারা সায়েবাহ বলতো। আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহ এটাকে (ছেড়ে দেয়া) হারাম করেননি"। সুতরাং কোন পীর বুজুর্গের নামে কোন পশু ছেড়ে দিলে সেটার গোস্ত হারাম হবেনা। "বিস্‌মিল্লাহ আল্লাহু আকবার" বলে জবাই করা সব পশুকেই কোরআন মজিদে হালাল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

www.sunnibarta.com

তাফসীরে খাজায়েনুল ইরফান ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন। ওহাবী সম্প্রদায় দেব দেবীও প্রতিমার সাথে পীর বুজুর্গগণকে তুলনা করে তাদের নামে (রূহে পাকে) সওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া পশুকে "সায়েবাহ" সাব্যস্ত করেই এই প্রথাকে শিরক বলেছে। এটা তাদের মনগড়া ও বে দলীলী কথা।

পীর বুজুর্গ বা পিতা-মাতা বা অন্য কারো নামে ছেড়ে দেয়া পশু যে হালাল-এ সম্পর্কে নিম্নে দলীল পেশ করা হলো।

১নং দলীলঃ

দোররে মোখ্‌তার গ্রন্থে মোখ্‌তারাত গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"سِيْبَ دَابَّتَهٗ وَقَالَ هِيَ لِمَنْ اَخَذَهَا لَمْ يَأْخُذْهَا مِمَّنْ اَخَذَهَا" *

অর্থঃ "কেহ যদি সদকার নিয়তে পশু ছেড়ে দিয়ে বলে– "এটা যার ইচ্ছা নিয়ে যাক"। তাহলে সে ঐ পশু ফিরিয়ে আন্‌তে পারবেনা। যে ধরেছে-সেই এটার মালিক হয়ে যাবে। (পশু ছেড়ে দেয়া এবং অন্যের নিয়ে যাওয়া উভয়ই জায়েজ)।

২নং দলীলঃ

শাহ্ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) "রেছালা নযর ও জবায়েহ্" গ্রন্থে নিম্ন ফতোয়া দিয়েছেনঃ

اگر شخصے بزے را خانہ پرور کند تاگوشت او خوب شود – اورا ذبح کردہ وپختہ فاتحہ غوث اعظم رضی اللہ تعالے عنہ خواندہ بخوراند خللے نیست" *

অর্থঃ "কোন ব্যক্তি যদি ছাগল গৃহে লালন-পালন করে, -যাতে গোস্ত প্রচুর হয়। এরপর ঐ ছাগল বা পশু জবেহ করে ও রান্না করে গাউসুল আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হুর নামে ফাতেহা দেয় এবং খায়, তাহলে তাতে কোনই দোষ নেই"। –রেসালা নযর ও জাবায়েহ্।

এখানে গাউসুল আজমের নামে ও তাঁর উদ্দেশ্যে ফাতেহা করার জন্য ছাগল যত্ন সহকারে লালন পালন করে জবেহ করে ফাতেহা বা নেয়াজ দিয়ে ঐ গোস্ত খাওয়া জায়েজের কথা বলা হয়েছে।

৩নং দলীলঃ

ওহাবী নেতা ইসমাঈল দেহলভী "তাক্‌রীরে জবেহ্" নামক ফার্সী গ্রন্থে লিখেছেনঃ

www.sunnibarta.com

"وہمچنیں اگر گاؤ زندہ بنام سید احمد کبیر را بدہد بطوریکہ نقدمیدہند نیز رواست وگوشت آں حلال".....واگر ہمیں طور نذر برائے اولیاء گزشتگان (رضی اللہ عنہم اجمعین) کند رواست

অর্থঃ "অনুরূপভাবে যদি জীবিত গরু সাইয়েদ আহমদ কবির (রহঃ)-এর নামে দান করে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়া হয়, তবে এটাও জায়েজ এবং ঐ পশুর গোস্তও হালাল হবে"। ----- অন্যত্র আছেঃ "আর যদি কোন ইন্‌তিকালপ্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহ আন্‌হুম আজমাঈন)-এর নযর-নেয়াজের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়, তাহলেও জায়েজ হবে"। (তাক্‌রীরে জবেহ্‌)

৩নং দলীলে ওহাবীদের ভারতীয় প্রধান নেতা ইসমাঈল দেহলভী নিজেই ফতোয়া দিচ্ছেন যে, সৈয়দ আহমদ কবির অথবা যে কোন অতীত অলীর নামে নযর ও নেয়াজ স্বরূপ গরু দান করলে তার গোস্ত সকলের জন্যই হালাল হবে। কেননা এটা নফল সদ্‌কা-যা সওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে দেয়া হয়। এরপর থানবী সাহেবের "শিরক" ফতোয়ার মূল্য আছে কি?

বিঃদ্রঃ থানবী সাহেব বেহেস্তী জেওরে উর্দ্দূ ভাষায় আর একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেটা হলো–"চড়ওয়াহা চড়হানা" অর্থাৎ অলীগণের দরবারে পেশকৃত নযর। তিনি এ ধরনের হাদিয়া ও নযর-নেয়াজকেও "শিরক" বলেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে "মান্নত" প্রসঙ্গে এর জবাব দেয়া হবে- ইন্‌শা আল্লাহ!

www.sunnibarta.com